নকশালবাড়ি ও গণআন্দোলন

রণবীর সমাদ্দারের সঙ্গে কথোপকথন

[রণবীর সমাদ্দার ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপের Distinguished Chair in Migration and Forced Migration Studies. তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মেদিনীপুরের ডেবরা অঞ্চলে সংগঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন, সেখানেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। এই আলাপচারিতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নকশালবাড়ি আন্দোলনকে ও সেই সময়কে বোঝা এবং পরবর্তীকালে তার প্রভাবকেও ধরার চেষ্টা।

ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপের পক্ষ থেকে আলোচনায় ছিলেন সমতা বিশ্বাস ও সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমতা বেথুন কলেজে ইংরেজি পড়ান এবং সি আর জি-র দীর্ঘদিনের সদস্য। সন্দীপ দেশভাগ, গণআন্দোলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করেছেন এবং পরিচিত মানবাধিকার কর্মী। সন্দীপ সি আর জি-র দীর্ঘদিনের সঙ্গী।]

ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ (সি আর জি) : ষাট ও সত্তরের দশকে, নকশাল রাজনীতির আবহের মধ্য দিয়ে আপনার ছাত্র আন্দোলন, তথা, বৃহত্তর আন্দোলনে প্রবেশ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন আপনি। প্রেসিডেন্সির ছাত্র আন্দোলনের সাথে তখনকার অন্যান্য আন্দোলনের সম্পর্ক নিয়ে যদি কিছু বলেন। যেমন, ১৯৬৬ সালের ২২-২৩ সেপ্টেম্বরের বাংলা বন্‌ধে[১] আপনারা যোগ দেন?

রণবীর : দুই ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ যেমন শ্যামল চক্রবর্তী, দীনেশ মজুমদার, বিমান বসু, পল্টু দাশগুপ্ত—আরো অনেকে তখন খাদ্য আন্দোলনে ছাত্র-যুব সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। CPI-এর ছাত্র সংগঠন AISF (All India Students

Federation) ছিল mother organization, CPI (M) নামটা তখনো শুরু হয়নি, Left CPI বলত। অনেক বেশি মিলিট্যান্ট ছিল, এবং তাদের উপস্থিতিও অনেক বেশি ছিল ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে। তখনো CITU আনুষ্ঠানিকভাবে হয়নি, তবে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের প্রচণ্ড জোর ছিল।

৬৬ সালের মার্চের পর তিন-চার মাসের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত একটা র‍্যাডিকালাইজেশন হল, এবং ২২-২৩-এর বন্‌ধে ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করল। প্রেসিডেন্সি কলেজ সেই যুগের এলিট কলেজ। তার সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কলেজগুলি, যেমন বঙ্গবাসী, সুরেন্দ্রনাথ, সিটি, মণীন্দ্রচন্দ্র, এদিকে নরসিংহ দত্ত কলেজ, গড়িয়ার দীনবন্ধু, উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন কলেজ, হুগলি মহসীন কলেজ, ব্যারাকপুরের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ—এইসব কলেজের ছেলেমেয়েরা যখন শোনেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজ আন্দোলনে নেমেছে, এটা ওনাদের কাছে আশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা ভাবতে শুরু করেন আমাদের আন্দোলন এত শক্ত যে সমাজের সবথেকে পড়াশুনোয় ভালো ছেলেমেয়েরাও পথে নেমেছে। তারা তখন আমাদের কলেজে আসতে শুরু করল। আমরাও সেইসব কলেজে যেতাম।

সি আর জি : এই অন্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে আপনাদের সাথে যোগ দিলেন?

রণবীর : ছাত্র ফেডারেশন তো ছিলই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন ততদিনে বাম-দক্ষিণে ভাগ হয়ে গেছে। শৈবাল মিত্র এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আলাদাভাবে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা তখন হিন্দু হস্টেলে থাকি। কলেজ স্ট্রিটের পুরো দায়িত্বটাই চলে এল প্রেসিডেন্সি কলেজের সংগঠনের হাতে। আমাদের সাথে ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা ছিল, সুরেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসীর ছেলেমেয়েরা আসত নিয়মিত। বিমান বসু আসতেন নিয়মিত। হিন্দু হস্টেলে অনশনে বিমানদা রোজ সন্ধেবেলা এসে নানা পথনির্দেশ দিতেন।[২] আমাদের তাড়ানোর পেছনে কলেজে আমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছি সেটা একটা কারণ বলা যেতে পাবে। সেটা হয়তো কর্তৃপক্ষ সহ্য করে নিতে পারত, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো কারণ ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ বামপন্থী হয়ে যাচ্ছে। এবং বামপন্থী রাজনীতি অত্যন্ত জঙ্গীভাবে সংগঠিত হচ্ছে। মানে বড়োলোকের ছেলেরা মাঝে মাঝে মার্ক্স আওড়াচ্ছে, এরকম নয়। স্ট্রাইক হচ্ছে, দল বেঁধে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকারখানায় যাওয়া হচ্ছে। সেই প্রথম আমরা ঠিক করলাম বইপাড়ার লোকেদের সংগঠিত করতে হবে। ওই বইপাড়াটা তো এরকম বইপাড়া ছিল না, কারণ তখন এই টেক্সট বই এসব এত বিক্রি হতো না, ওই বইপাড়া মানে সত্যিকারের পুরোনো বই বিক্রি হতো; সেই তাদেরকে unionise করা,

তারপরে এই যে বিভিন্ন ছোটো ছোটো কলকারখানাগুলোতে যাওয়া...এইগুলো শুরু হলো, এবং এগুলো শুরু হয়েছিল নকশালবাড়ির কথা কলেজ স্ট্রিটে বা প্রেসিডেন্সি কলেজে পৌঁছোনোর আগে। এই ২২-২৩ বাংলা বন্‌ধে আমরা স্কোয়াড নিয়ে কলেজ স্ট্রিট থেকে বেরোলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন বিপ্লব হালিম। বিপ্লব সিটি কলেজের ছাত্রনেতা ছিল, আবদুল হালিমের ছেলে, সে আমাদের সঙ্গে ধরা পড়ল। কাকা (অসীম চট্টোপাধ্যায়), অমলদা (অমল সান্যাল) ধরা পড়ে। মৌলানা আজাদের ছেলে, যারা অন্য হস্টেলে থাকত, তারাও কিন্তু আসত। কলেজ স্ট্রিটে একটা হস্টেল হাতে থাকা মানে হচ্ছে একটা striking force of student.

সি আর জি : আর ২২-২৩-এর বাংলা বন্ধে অ্যারেস্ট হওয়ার পরে?

রণবীর : মুচিপাড়া থানা লকআপে নিয়ে গেল, কেস দিয়ে দিল। বেশ কিছু ঘণ্টা লকআপে থাকতে হল। বিপ্লব হালিম তখন পার্টির সাথে যোগাযোগ করল, তখন আবদুল হালিম মারা গেছেন, কিন্তু আবদুল্লা রসুল সাহেব, আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি, পার্টির লিগাল সেলের চার্জে ছিলেন। ওঁরা ব্যবস্থা করেন যাতে করে আমরা জামিন পাই...

সি আর জি : জামিন হয়?

রণবীর : হ্যাঁ। কিন্তু তখন তো আমরা সরকারি কলেজে পড়ছি, তো আমাদের তো সবার নামে মামলা হয়ে গেল...

সি আর জি : দাগি হয়ে গেলেন...

রণবীর : হ্যাঁ। মামলা হল। তার সঙ্গে সঙ্গে ওই যে বললাম যে আমরা প্রিন্সিপাল ঘেরাও করলাম; এগুলো সব বলছি না যে তিন মাসের মধ্যে ঘটেছে। হিন্দু হস্টেলের আন্দোলন, হরপ্রসাদ মিত্রকে পদত্যাগ করতে হবে, কলেজে প্রতিদিন ক্লাস লেকচার, স্ট্রাইক, মিছিল, সংগঠন, সভা ইত্যাদি। ইউনিয়ন তৈরি করতে শুরু করা হলো কলেজের বাইরে, কলেজ স্ট্রিট এলাকায়; গুন্ডাগিরি চলবে না এই করা, ২২-২৩ বাংলা বন্‌ধে খাদ্য আন্দোলনের ফুট সোলজার হয়ে নেমে যাওয়া...তারপর কলেজে বিক্ষোভ দেখানো হলো যে কলেজ শিক্ষকেরা কেন সাধারণ স্কুল শিক্ষকের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে না।

ইউনিয়ন ইলেকশনে তো তখন overwhelmingly আমরা জিততে শুরু করেছি; অমল সান্যাল তখন প্রথম সাধারণ সম্পাদক হলো, তারপরে কলেজের মধ্যেও আন্দোলন হলো যে চিপ ক্যান্টিন করতে হবে, ম্যাগনোলিয়া ক্যান্টিন হয়েছিল, সে লাথি মেরে ভেঙে দেওয়া হলো, এ সাহেবি ক্যান্টিন আমাদের চলবে না, আমাদের সাধারণ ছেলেমেয়েরা খেতে পারে এরকম ক্যান্টিন চাই।

এরপর যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল, যুক্তফ্রন্ট সরকারে সিপিআই, সিপিআইএম সবাই ছিল। আমাদের পুরোনো দাবি ছিল ছাত্র বহিষ্কার ফিরিয়ে নিতে হবে, সেই অর্থে ওইটুকু জয় হলো, বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহৃত হলো। কারণ পুরোপুরি বহিষ্কার হয়ে গেলে, আমরা রাস্টিকেটেড হলে আমরা আর কোথাও পড়তে পারব না। মানে **rusticated is not TC, transfer certificate** নয়। তারপরে ওটা চেঞ্জ করে, **transfer certificated** করে আমাদের সাতজনকে তিনটে কলেজে ভাগ করে দেওয়া হলো। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আমি পার্ট টু পরীক্ষা দিয়েছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে পরে অনুষ্টুপে লেখা বেরিয়েছে। তাতে তথ্য সব আছে। সব্যসাচী, প্রতুল, আমি, সুব্রত সেনগুপ্ত আমাদের transfer certificate দিয়ে দেওয়া হয়। সুদর্শনদা (সুদর্শন রায়চৌধুরি), শরদিন্দুদা (শরদিন্দুশেখর রায়), কাকা, এনাদের স্নাতোকোত্তর পড়াশোনা আটকে দেওয়া হয়।

এই আন্দোলনের গুরুত্ব আমি যা সব বললাম, তার থেকে অনেক বেশি। পরবর্তীকালের বিদ্রোহী যুব ছাত্র আন্দোলনের ভিত তৈরি করে দিয়েছিল এই বহিষ্কার-বিরোধী আন্দোলন। এই নিয়ে আর কিছু বেশি বলব না কারণ এ নিয়ে কিছু ভালো লেখা হয়েছে। দীপাঞ্জনদা (দীপাঞ্জন রায়চৌধুরি) লিখেছেন, কাকা লিখেছেন।[৩] অচিন্ত্য গুপ্তের লেখা আছে। স্বাধীনদার লেখা আছে (স্বাধীন দে)।

সি আর জি : যুক্তফ্রন্ট সরকারের সাথে আপনাদের সম্পর্ক যদি একটু বলেন।

রণবীর : আমি বরাবরই বলছি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার ফলে ছাত্রদের একটা বড়ো অংশ র‍্যাডিকালাইজড হচ্ছিল। গ্রামের কৃষক কমরেডরা কৃষক সংগঠন করেছেন, শ্রমিক কমরেডরা শ্রমিক আন্দোলন করেছেন। বামপন্থী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন নতুনভাবে র‍্যাডিকালাইসড হতে শুরু করেছে ততদিনে। CPIM পরবর্তীকালে কি করবে তাতো আমরা জেনে বসে নেই। CPIM-এর উপস্থিতিটা সরকারের মধ্যে একটা র‍্যাডিকাল ব্যাপার ছিল। তাছাড়া দীনেশ মজুমদার—এইসব নেতারা ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো মানুষ ছিলেন। আমাদেরতো কোনো রাজনৈতিক কৌলীন্য ছিল না, তাও আমাদের পার্টিতে নিয়ে যাওয়া হত, সেসময়ের সব বড়ো বড়ো নেতাদের সাথে আমরা মিটিং করতাম। আমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হত Cal DC (Calcutta District Committee) তে। কৃষ্ণপদ ঘোষ তখন Cal DC-র সেক্রেটারি। আমরা কলকাতার বাইরে থেকে পড়তে এসেছি, কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে থাকার জায়গা নেই। তালতলায় District Committee'র বাড়িতে আমরা তখন শুতে যেতাম।

সি আর জি : কিন্তু আপনাদের পার্টির মেম্বারশিপ দেওয়া হয়নি তখন?

রণবীর : না, পার্টি মেম্বার কেউ কেউ ছিল। আমি তো ছিলাম না। তখন সব ক্যান্ডিডেট মেম্বারশিপ, party SG...sympathizer's group ইত্যাদি, যেমন পার্টির স্ট্রাকচারে হয়। গভর্নমেন্ট যখন এল, গভর্নমেন্ট কতটা কি করবে, ছাত্রদের মধ্যে যে একটা বিরাট আশা ছিল এমনটা নয়। কিন্তু সিপিআইএম ছাড়া আর কোনো পার্টি নেই, এটাই তো আমাদের পার্টি। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমাদের একটা খুব ক্ষোভ ছিল যে ছাত্র আন্দোলনকে ওরা বন্ধ করে দিল, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের আন্দোলন যেটাতে ওঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যেটাকে বাহবা দিলেন, উৎসাহ দিলেন, উসকে দিলেন বলব না, আমাদের দায়িত্ব আমাদেরই, অন্য কেউ তো আর আমাদের জন্য দায়ী নয়; কিন্তু সেটাকে যতদুর নিয়ে যাওয়া দরকার নিয়ে যায়নি। পার্টির বক্তব্য ছিল আর কতদিন তোমরা আন্দোলন করবে, একটা জায়গায় এসে তো তোমাদের পৌঁছোতে হবে, তোমাদেরকে আপোশের জায়গায় যেতে হবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের এই দাবি ময়দান থেকে, অত বড়ো র‍্যালি থেকে হলো, কাজেই আনুষ্ঠানিকভাবে সিপিআইএম, সে যুগের পার্টি যতটা যা করা যায় করেছিল, আমাদের খুব ক্ষোভ ছিল যে আন্দোলন আরো চলতে পারত, সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘট আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে সব ব্যবস্থা করেছি, প্রচুর খাটাখাটনি হতো, প্রচুর ছেলেমেয়ে ছিল, তো পার্টি এটা মাঝপথে বন্ধ করে দিল কেন? তারপরে পার্টি এসে তো আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে ফেরাল না, সেই ক্ষোভটাও ছিল।

সি আর জি : ঠিকই।

রণবীর : আমাদের কাছে সেই প্রথম মনে হল পার্টি সমঝোতা করল।

সি আর জি: সেটা খুব সঙ্গত।

রণবীর : এরই মধ্যে আমাদের চারপাশের পরিস্থিতি একটা র‍্যাডিকাল মোড ছিল, গোপনে গোপনে অনেক কথাবার্তা হতো; গোপন দলিল, গোপন পত্রিকা এইগুলো তখন আমাদের হাতে এসে পড়তে শুরু করল। ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে গিয়ে নতুন কী র‍্যাডিকাল বই পাওয়া যায় ইত্যাদি তার খোঁজ করতাম। এবং এই পুরোনো তর্ক, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো পথ আছে কি না। পার্টি তো তখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে রাজ্যে আমরা ক্ষমতা দখল করেছি আর সিপিআই প্রকাশ্যে বলছে, না শান্তিপূর্ণ পথটাই পথ। আর যে সেকশনটা পার্টির মধ্যে ক্রমাগত জঙ্গি হয়ে উঠছে তারা তো বলছে সশস্ত্র পথ ছাড়া কোনো পথ নেই। অতএব বিপ্লবের পথ কী, এটা ছাত্র হোক, কৃষক হোক, শ্রমিক হোক; সবজায়গায় এক প্রশ্ন। আর সিপিআইএম তখন কিন্তু-কিন্তু করত; মানে সশস্ত্র সংগ্রাম নয় একথা কখনো বলেনি, **vietnam war** হচ্ছে,